কালকাতা উচ্চ আদালত
দেওয়ানী পুনর্বিবেচনা বিচারক্ষেত্র
আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ
মাননীয় বিচারপতি শম্পা সরকার

২০২২ সালের সি. ও. ৩৮১৯

আটলান্টা গ্লোবাল অ্যাডভাইজারস প্রাইভেট লিমিটেড

বনাম

সঞ্জীব কুমার জৈন ও অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী গৌতম মিত্র, শ্রীমতী সুপর্ণা মুখার্জি, শ্রী রিশাদ মেদুয়া, শ্রী মেঘজিৎ মুখার্জি।
বিপরীত পক্ষের জন্যঃ	শ্রী নরেশ বালোদিয়া, শ্রী পল্লব চৌধুরী, শ্রীমতী সাহেলি সুর।
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	১০.০৮.২০২৩
রায়ঃ	১২.১০.২০২৩

<u>বিচারপতি শম্পা সরকার.:-</u>

১ ২০১৬ সালের বিবিধ মামলায় পাস হওয়া ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের একটি আদেশ থেকে পুনর্বিবেচনার আবেদনটি উত্থাপিত হয়েছিল। বিবিধ মামলাটি ২০১৩ সালের টাইটেল স্যুট সংখ্যা ১৫৫০৯ পুনরুদ্ধারের জন্য সিভিল প্রসিডিউর কোডের অর্ডার ৯ রুল ৯-এর অধীনে একটি আবেদন ছিল।

২ আলিপুরের দ্বিতীয় আদালতের বিজ্ঞ সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) কর্তৃক আপত্তিকর আদেশটি জারি করা হয়েছে। ১৪ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের আদেশ অনুসারে, বাদীদের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি ডিফল্টের জন্য খারিজ করা হয়েছে। খারিজের আদেশ প্রত্যাহার এবং মামলাটিকে তার মূল ফাইল এবং নম্বরে পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন করে বিবিধ মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। পুনরুদ্ধারের কারণ ছিল বিজ্ঞ আইনজীবীর অবহেলামূলক আচরণ। মূল বাদীরা পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদনটি দায়ের করেছিলেন।

৩ বাদী হিসাবে ডঃ অরুন্ধতী মুখার্জি এবং অদিতি বসু আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলাটি খাস দখল এবং প্রচুর লাভ পুনরুদ্ধারের জন্য ছিল। বাদীরা মামলায় উপস্থিত হননি। তারা আদালতের জারি করা কারণ দর্শানোর জবাব দিতে ব্যর্থ হন, তাদের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করে। মামলাটি ডিফল্টের জন্য খারিজ হয়ে যায়। ১১ আগস্ট, ২০১৬-এ, মূল বাদীরা ২০১৬-এর ১৪ নম্বর মামলা দায়ের করেন। বিবাদীরা তাদের লিখিত আপত্তি দায়ের করেন। পুনরুদ্ধারের আবেদনে বাদীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে বাদী নং ১ একজন এনআরআই ছিলেন এবং যুক্তরাজ্যে বসবাস করতেন এবং বাদী নং ২ দেরাদুনে বসবাস করতেন। মামলাটি পরিচালনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাঁরাও প্রবীণ নাগরিক ছিলেন। তদনুসারে, তাঁরা তাঁদের বিদ্বান উকিলকে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং বিদ্বান উকিল সময়ে সময়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মামলার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতেন। হঠাৎ তাঁরা তথ্য পাওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁরা বিদ্বান উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন এবং ফলস্বরূপ ২০১৬ সালের মার্চ মাসে বাদীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন মিস্টার ছবীন্দ্র কুমার সাহুকে গঠিত অ্যাটর্নি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। গঠিত অ্যাটর্নি মামলার অবস্থা সম্পর্কে তথ্যের জন্য বিদ্বান অ্যাটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ করেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাননি। ২০১৬ সালের জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে, গঠিত অ্যাটর্নি প্রাক্তন অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করেন এবং দেখেন যে এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিদ্বান উকিলকে মামলার অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারপরে, গঠিত অ্যাটর্নি দ্বারা আরেকজন বিদ্বান উকিল নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিজ্ঞ আইনজীবী ৪ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে রেকর্ড অনুসন্ধান করে মামলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদক্ষেপ নেন।

৯ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে পরবর্তী বিজ্ঞ আইনজীবীকে একটি তথ্য স্লিপ সরবরাহ করা হয়েছিল। তথ্য স্লিপটি পর্যালোচনার পরে দেখা গেছে যে ১৪ই আগস্ট, ২০১৬ তারিখে মামলাটি খারিজ করা হয়েছে। বাদীরা উক্ত মামলাটি নিয়ে এগিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন। এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে উক্ত মামলাটি তার মূল ফাইল এবং নম্বরে পুনরুদ্ধার করা উচিত। এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে নির্দিষ্ট আবেদন এবং প্রার্থনা সহ পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদনটি দায়ের করতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা হয়নি যাতে বিলম্বটি ক্ষমা করা হয়। বরখাস্তের আদেশের কথা জানতে পেরে অবিলম্বে পুনরুদ্ধারের আবেদন দায়ের করা হয়েছিল এবং বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে মামলাটি পুনরুদ্ধার না করা হলে বাদীরা অপূরণীয় ক্ষতি ও ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

৪ উক্ত বিবিধ বিষয়ে আপত্তি আবেদনকারীর দ্বারা দুই বছর পরে দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনকারী/বিবাদী বাদীদের যুক্তি বিশেষভাবে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে বাদীরা ইতিমধ্যে তৃতীয় পক্ষের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছেন এবং সম্পত্তির উপর তাদের কোনও অধিকার, মালিকানা এবং সুদ নেই। উপরন্তু, বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য একটি পৃথক আবেদন দায়ের করা হয়নি, বিবিধ। মামলাটি খারিজ করার যোগ্য।

৫ নথি থেকে জানা যায় যে, বিবিধ মামলায় বিক্রেতাদের (মূল বাদী) পরিবর্তে বর্তমান বিরোধী পক্ষগুলিকে যথাযথভাবে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল এবং ভিন্ন মামলায় আবেদনকারী হিসাবে বিপরীত পক্ষগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে পুনরুদ্ধারের আবেদনটি যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছিল। আবেদনকারী এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেননি। বিবিধ মামলাটি শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছিল। হলফনামা-ইন-চিফ এবং পি. ডব্লিউ. ১ (সঞ্জীব কুমার জৈন/বিপরীত পক্ষ নং ১)-এর জেরা পুনর্বিবেচনার আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তিনি নিজের পক্ষে এবং অন্য বিপরীত পক্ষের গঠিত অ্যাটর্নি হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন পক্ষগুলি, বিবিধ মামলায়। অনুমোদিত ছিল বিবিধ মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শুনানির পরে,।

বিজ্ঞ আদালতের অভিমত ছিল যে, প্রমাণ এবং যুক্তি থেকে আদালত সন্তুষ্ট যে বাদীদের উপস্থিত না হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কারণ দেখানো হয়েছে। মামলার শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত না হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী বাদীদের দ্বারা দেখানো কারণ সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের (পরবর্তী ক্রেতাদের) সরাসরি জ্ঞান ছিল কিনা, তা প্রাসঙ্গিক ছিল না। এই ধরনের তদন্ত অতি প্রযুক্তিগত হবে। বিদ্বান আদালত বলেছিল যে, মামলাটি ১৪ই আগস্ট, ২০১৫ তারিখের মামলা খারিজ করার আদেশ প্রত্যাহার করে বিবিধ মামলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৬ আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী শ্রী মিত্র বলেছিলেন যে ২০১৫ সালে মামলাটি খারিজ করা হয়েছিল এবং প্রায় সাত বছর পরে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। ততদিনে মামলাটি একটি ডেড স্যুট ছিল। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী ক্রেতারা সিভিল প্রসিডিউর কোডের অর্ডার ২২ রুল ১০-এর বিধানগুলি আহ্বান করতে পারেনি এবং বিবিধ মামলার সাথে এগিয়ে যেতে পারেনি। মামলাটি মুলতুবি থাকলেই সুদ হস্তান্তর করা হবে। তৃতীয়ত, জবানবন্দিতে, বিপরীত পক্ষ নং ১ বলেছে যে বাদীদের উপস্থিত না হওয়া এবং মামলাটি বাতিল করার ফলস্বরূপ বিপরীত পক্ষের কোনও জ্ঞান ছিল না। মিত্র, পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেওয়ার মৌলিক নীতিটি ছিল যে আদালতকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে বাদীদের যথেষ্ট কারণে আদালতে হাজির হতে বাধা দেওয়া হয়েছিল যেদিন মামলাটি ডিফল্টের জন্য খারিজ করা হয়েছিল। যে আদালতকে মূল বাদীদের বক্তব্যের সত্যতা এবং সত্যতা নিশ্চিত করে এত দীর্ঘ বিলম্বের পরে একটি মামলা পুনরুদ্ধার করার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ দিতে হয়েছিল। মামলার ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী বিজ্ঞ আইনজীবী কি পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, মামলাটি দেখাশোনার জন্য একজন নিযুক্ত আইনজীবী নিযুক্ত করা হয়েছিল কিনা,

অন্য কোনও আইনজীবী তথ্য পাওয়ার জন্য নিযুক্ত ছিলেন কিনা ইত্যাদি, আবেদনকারীদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে ছিল না। পি. ডব্লিউ. ১-এর সাক্ষ্য থেকেও এই ধরনের জ্ঞানের অভাব স্পষ্ট ছিল। পি. ডব্লিউ. ১ পূর্ববর্তী বাদীদের মামলা প্রমাণ করার মতো অবস্থানে ছিল না। সুতরাং, পুনরুদ্ধারের ভিত্তি বিদ্যমান ছিল না কারণ বিপরীত পক্ষগুলি, যারা ২০১৭ সালে সম্পত্তি কিনেছিল তারা মামলায় মূল বাদীদের উপস্থিত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে কোনও ব্যক্তিগত জ্ঞান রাখতে পারেনি এবং পূর্ববর্তী বাদীদের পক্ষে সুরক্ষিত থাকতে পারেনি।

৭ বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী শ্রী বালোদিয়া বলেন যে, বিদ্বান আদালত ইতিমধ্যেই মূল বাদীদের পক্ষ থেকে বিরোধী পক্ষগুলিকে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, কারণ বিপরীত পক্ষগুলি মূল বাদীদের জুতোয় পা রেখেছিল। আইন তাদের কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার প্রদান করেছে কারণ তারা মূল বাদীদের কাছ থেকে সম্পত্তির অধিকার, মালিকানা এবং সুদ অর্জন করেছিল। বিবিধ আদেশে যে আদেশের মাধ্যমে তাদের প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। মামলাটি চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। যদিও বিরোধী পক্ষের পূর্ববর্তী উকিলের পুনরুদ্ধারের আবেদনে অনুরোধ করা পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা সম্পর্কে কোনও ব্যক্তিগত জ্ঞান না থাকলেও যথেষ্ট কারণ দেখানো হয়েছিল। কারণগুলি সম্ভাব্য কারণ এবং বিবিধ ছিল। হাইপার টেকনিক্যাল ভিত্তিতে মামলাটি প্রত্যাখ্যান করা যায়নি। অভিযুক্ত আদেশটি যুক্তিসঙ্গত ছিল এবং বিদ্বান আদালত আইন অনুসারে তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেছিল। তিনি আরও বলেন যে মামলাটি পুনরুদ্ধারের কারণে আবেদনকারী তাদের প্রতি কোন উল্লেখযোগ্য অবিচার বা পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন তা প্রমাণ করতে পারেননি। তিনি বলেন যে একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর দোষের কারণে, একজন মামলাকারী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন না এবং তাই বিলম্বের জন্য ক্ষমা করে মামলাটি পুনরুদ্ধারের জন্য বাদীদের দ্বারা গৃহীত যুক্তিই যথেষ্ট।

৮ বিবিধ মামলার ১৩ অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে, শ্রী বালোদিয়া বলেছিলেন যে বিলম্বের কারণগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যদিও বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য একটি পৃথক আবেদন দায়ের করা হয়নি।

৯ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির জন্য বিদ্বান আইনজীবীদের দ্বারা জমা দেওয়া জমা দেওয়া বিবেচনা করা হয়েছে।

১০। বিদ্বান বিচার আদালত, ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, বিবিধ মামলায় প্রতিস্থাপনের জন্য আবেদনকারীদের দ্বারা দায়ের করা ২৪ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের আবেদনটি অনুমোদন করেছে। মামলা সংখ্যা .১৪,২০১৬ বিরোধী পক্ষগুলি সিভিল প্রসিডিউর কোডের অর্ডার ২২ রুল ১০-এর বিধানগুলির উপর আবেদন করে এবং নির্ভর করে। বিজ্ঞ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে মূল বাদীরা ২০১৭ সালের ১৩ই নভেম্বর মামলা সম্পত্তি সহ ৭ নং বণ্ডেল রোড, ফার্স্ট ফ্লোর, পি. এস. কারায়া স্থানান্তর করেছে এবং হস্তান্তর করেছে। বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে, বিপরীত পক্ষগুলি সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে। অতএব, উক্ত বিরোধী পক্ষগুলি মূল বাদীদের পরিবর্তে বিবিধ মামলায় বাদী হিসাবে নিজেদের প্রতিস্থাপন করার অধিকারী ছিল। তদনুসারে, নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ-

> "আবেদনকারীদের দ্বারা দায়ের করা আবেদনটি ব্যয় হিসাবে কোনও আদেশ ছাড়াই অনুমোদিত এবং নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
>
> আবেদনকারীদের নাম উপরে উল্লিখিত পিটিশন অনুযায়ী প্রতিস্থাপিত করা হবে।
>
> আবেদনকারীদের বিবিধ মামলার অভিযোগের নতুন কপি দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
>
> <u>উভয় পক্ষের সম্মতিতে সঞ্জীব কুমার জৈনের সাক্ষ্য আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং আবেদনকারীদের আবেদনের ভিত্তিতে আরও সাক্ষ্য স্থগিত করা হয়।</u>
>
> আবেদনকারীদের নতুন অভিযোগ দায়ের এবং আবেদনকারীদের আরও সাক্ষ্যের জন্য ১৮.০৪.২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।"

১১ এই আদালত জানতে পেরেছে যে, হস্তান্তরের দলিল কার্যকর হওয়ার পাঁচ মাসের মধ্যে বিরোধী পক্ষগুলি ২০১৬ সালের বিবিধ মামলায় নিজেদের প্রতিস্থাপনের জন্য আবেদন জানিয়ে নীচের আদালতে যায়। মামলাটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা মামলার সম্পত্তিতে অধিকার, মালিকানা এবং সুদ অর্জন করেছিল এবং মূল বাদীদের জুতোয় পা রেখেছিল। উক্ত আবেদনটি ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০-তে অনুমোদিত হয়েছিল এবং উভয় পক্ষের সম্মতিতে সঞ্জীব কুমার জৈনের প্রমাণ আংশিকভাবে নেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮ই এপ্রিল, ২০২০ বিরোধী পক্ষগুলি দ্বারা একটি নতুন অভিযোগ (পুনরুদ্ধারের আবেদন) দায়ের করার জন্য এবং পি. ডব্লিউ. ১-এর আরও প্রমাণের জন্য স্থির করা হয়েছিল।

১২ সংশোধিত পুনরুদ্ধারের আবেদনটি যথাযথভাবে মুছে ফেলা এবং কারণের শিরোনাম, প্রার্থনা এবং হলফনামায় সন্নিবেশ করার মাধ্যমে দায়ের করা হয়েছিল। এরপরে পি. ডব্লিউ. ১-এর প্রমাণ অব্যাহত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিবিধ মামলার রেকর্ড এবং উপলব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মামলাটি পুনরুদ্ধারের অনুমতি দিয়ে অভিযুক্ত আদেশটি পাস করা হয়েছিল।

১৩ এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে পুনরুদ্ধারের আবেদন দায়ের করতে বিলম্বের বিষয়ে ব্যাখ্যাটি ইতিমধ্যে বিবিধ মামলার মূল বাদীদের দ্বারা ১৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল বাদীরা মামলার মূল বাদীদের দ্বারা বিলম্বের কারণটি কিছু বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। নির্দিষ্ট ভিত্তি ছিল পূর্ববর্তী প্রবণ উকিলের অবহেলা। যদিও অতীতের ঘটনাগুলি বিপরীত পক্ষের ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে ছিল না, তবুও বিপরীত পক্ষের মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার ছিল একটি উদ্ভূত অধিকার অর্জন করে। একই কারণে তাদের নতুন মামলা দায়ের করার অধিকারও ছিল।

১৪. আমার মতে, দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ২২ বিধি ১০ এবং ধারা ১৪৬ এর একটি সুসংগত গঠন বিবিধ মামলায় বিপরীত পক্ষগুলিকে প্রতিস্থাপনের অনুমতি দেওয়ার কারণকে ন্যায্যতা দেবে। তাছাড়া, এই আদেশকে কখনও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।

১৫ আদেশ ২২ বিধি ১০ এবং সিভিল প্রসিডিউর কোডের ধারা ১৪৬ নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

> **"আদেশ ২২ বিধি ১০**-মোকদ্দমায় চূড়ান্ত আদেশের আগে নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী।- (১) মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন কোনও বরাদ্দ, সৃষ্টি বা কোনও সুদ হস্তান্তরের অন্যান্য ক্ষেত্রে, আদালতের অনুমতি নিয়ে মামলাটি সেই ব্যক্তির দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে অব্যাহত থাকতে পারে যার উপর এই ধরনের সুদ এসেছে বা হস্তান্তরিত হয়েছে। (২) যে ডিক্রি সংযুক্তির জন্য আপিল বিচারাধীন রয়েছে তা উপ-নিয়মের (১) সুবিধার জন্য যে ব্যক্তি এই ধরনের সংযুক্তি সংগ্রহ করেছেন তাকে সুদের অধিকারী বলে মনে করা হবে।"
>
> "১৪৬ প্রতিনিধিদের দ্বারা বা বিরুদ্ধে কার্যধারা অন্যথায় এই কোড দ্বারা বা আপাতত বলবৎ যেকোন আইন দ্বারা প্রদত্ত হিসাবে সংরক্ষণ করুন, যেখানে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যেতে পারে বা কোন ব্যক্তির দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে আবেদন করা হতে পারে তখন প্রক্রিয়াটি নেওয়া যেতে পারে বা আবেদন করা যেতে পারে অথবা তার অধীনে দাবি করা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে।"

১৬ ধারা ১৪৬ চালু করা হয়েছিল অনুশীলনের সুবিধার্থে যে কোনও ব্যক্তির অধিকার যার উপর এর হস্তান্তর দ্বারা মামলা করার অধিকার ন্যস্ত রয়েছে সুদ। এটি একটি উপকারী বিধান হওয়ায়, _ উদারভাবে হওয়া উচিত। বোঝানো হয়েছে। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে, বিপরীত পক্ষের প্রতিস্থাপন হিসাবে বাদীদের মামলা সম্পত্তি কেনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

১৭ **শ্রীমতী বালা দাসি বনাম শ্রীমতি নির্মলা সুন্দরী দাসসি এবং অন্যান্য** এ সিদ্ধান্তেরও উল্লেখ করা হয়েছে, **এ. আই. আর. ১৯৫৮ এস. সি ৩৯৪-**এ রিপোর্ট করা হয়েছে

১৮ আদেশ ২২ বিধি ১০-এর বিধানটি -এর উপর বিবেচনার অধিকার প্রদান করে আদালত যার সামনে এই ধরনের মামলা বিচারাধীন রয়েছে সেই ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়ার জন্য অথবা যার উপর এই ধরনের সুদ ন্যস্ত বা হস্তান্তরিত হয়েছিল, তাকে আনা হবে রেকর্ড। আদালতকে, প্রাথমিকভাবে, এই ধরনের প্রয়োগ করার আগে সন্তুষ্ট হতে হবে, বিবেচনার ভিত্তিতে, যে সম্পত্তিটি একটি অ্যাসাইনমেন্ট বা অন্যথায় হস্তান্তরিত হয়েছিল।

এই ধরনের দায়িত্ব বা হস্তান্তরের দলিলের অস্তিত্ব এবং বৈধতা সম্পর্কিত চূড়ান্ত প্রশ্নটি চূড়ান্ত শুনানিতে বিবেচনা করা উচিত।

১৯ এই ক্ষেত্রে, আদালত বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেছিল এবং প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিল যে পরবর্তী হস্তান্তরকারীদের কেবল মামলায় প্রতিস্থাপিত করা উচিত নয়, বরং মামলা পুনরুদ্ধারের আবেদনও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

২০ উপরন্তু, যদি পূর্ববর্তী বাদীদের বিবিধ মামলা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার থাকে, তবে বিপরীত পক্ষের একই মামলা চালিয়ে যাওয়ার ব্যুৎপত্তিগত অধিকার অস্বীকার করা উচিত নয়। বিবাদীর কাছ থেকে খাস দখল পুনরুদ্ধারের জন্য স্বস্তি এবং মামলাটির রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় হিসাবে চূড়ান্ত বিচারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পূর্ববর্তী বাদীদের স্বার্থে বিরোধী পক্ষগুলি সুবিধাভোগী।

২১ পরীক্ষাটি হল বিপরীত পক্ষের প্রয়োগযোগ্য অধিকার আছে কি না। বিপরীত পক্ষগুলি, সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করে, আবেদনের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা না করে, বিবাদীর বিরুদ্ধে একটি পৃথক মামলাও আনতে পারে। বর্তমান মামলা পুনরুদ্ধারের ফলে বহু কার্যধারা এড়ানো হয়েছিল।

২২ উপরন্তু, মামলাটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অধীনে একটি মামলা, ভাড়াটিয়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার ভিত্তিতে এবং বর্ধিত ভাড়ায় নতুন ভাড়াটিয়া চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থতার ভিত্তিতে আসামীকে উচ্ছেদ করার পরে খাস দখল পুনরুদ্ধারের জন্য। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৬ ধারার অধীনে একটি নোটিশও জারি করা হয়েছিল যাতে আবেদনকারীকে সম্পত্তি ছেড়ে দিতে এবং খালি করতে বলা হয়েছিল। পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন দায়ের করতে বিলম্বের ক্ষমা করার বিষয়ে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের জন্য একটি পৃথক আবেদন সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারার অধীনে বিলম্বের ক্ষমা আইনের আদেশ ছিল না ।

যদিও, সাধারণ অনুশীলনটি একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন করা, তবে, আদালতের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক আবেদনের অভাবে মৌখিক প্রার্থনার ক্ষেত্রেও বিচক্ষণতা প্রয়োগ এবং বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য কোনও বাধা নেই।

২৩ **(২০২১) ৭ এস. সি. সি. ৩১৩**-এ রিপোর্ট করা **শেষ নাথ সিং বনাম বৈদ্যবতী শেওরাফুল্ট কুওপ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** সিদ্ধান্তে, মাননীয় শীর্ষ আদালত নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়ঃ-

> **৬১**. সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ধারা ৫ কোনও আবেদনের কথা বলে না। এই ধারাটি আদালতকে কোনও আবেদন বা আপিল গ্রহণ করতে সক্ষম করে যদি আবেদনকারী বা আপিলকারী, ক্ষেত্রমত, আদালতকে সন্তুষ্ট করে যে আবেদন না করার জন্য তার যথেষ্ট কারণ ছিল এবং/অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিলকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যদিও, -এর ধারা ৫-এর অধীনে আনুষ্ঠানিক আবেদন করা সাধারণ প্রথা। সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩, আদালত বা ট্রাইবুনেলকে সীমাবদ্ধতার দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদালত/ট্রাইবুনেলে আবেদনকারী আবেদন করতে না পারার কারণের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করতে সক্ষম করার জন্য, কোনও আনুষ্ঠানিক আবেদনের অনুপস্থিতিতে বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য আদালত/ট্রাইবুনেল দ্বারা তার বিবেচনার প্রয়োগ করার কোনও বাধা নেই।
>
> **৬২**. সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারার একটি সরল পাঠে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, উক্ত ধারার অধীনে প্রতিকার মঞ্জুর করার আগে লিখিতভাবে আবেদন দায়ের করা বাধ্যতামূলক নয়। যদি এই ধরনের আবেদন বাধ্যতামূলক হত, তবে সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারায় স্পষ্টভাবে তা প্রদান করা হত। ধারা ৫-এ তখন লেখা থাকত যে আদালত আবেদন বা আপিল দায়ের করার জন্য সীমা দ্বারা নির্ধারিত সময়ের বাইরে বিলম্বকে ক্ষমা করতে পারে, যদি আবেদনকারী বা আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করার পরে, বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য, আদালত সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনকারী আবেদনকারীর না করার জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সময়ের মধ্যে আবেদন করা বা আবেদন করা পছন্দ করা। বিকল্পভাবে, অ্যাপ্লিকেশন। কে. আর. ই. এস. এ -এ একটি শর্ত বা ব্যাখ্যা যোগ করা হত। ধারা ৫, যার জন্য আবেদনকারী বা আবেদনকারীকে বিলম্বের ক্ষমার জন্য আবেদন করতে হয়। তবে, আদালত সর্বদা জোর দিয়ে বলতে পারে যে বিলম্বের কারণ দেখানো একটি আবেদন বা একটি হলফনামা দাখিল করা হোক। কোনও আবেদনকারী বা আবেদনকারী না করে, অধিকার হিসাবে সীমা আইনের ধারা ৫ এর অধীনে বিলম্বের ক্ষমার দাবি করতে পারে না।
>
> **১০০**. যাই হোক না কেন, সীমা আইনের ধারা ৫ এবং ১৪ পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া নয়। এমনকি যেখানে ধারা ১৪ কঠোরভাবে প্রযোজ্য নয়, সেখানেও সীমা আইনের ধারা ৫ এর অধীনে আবেদনকারীকে "পর্যাপ্ত কারণ" ব্যাখ্যা করে ধারা ১৪ এর নীতিগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি সুস্পষ্ট যে কোনও আইনের সঠিক ধারা উল্লেখ না করা কোনও আদেশকে বিকৃত করে না। পুনরাবৃত্তির মূল্যে এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয় যে বিলম্বের জন্য পর্যাপ্ত কারণ প্রকাশকারী পর্যাপ্ত উপকরণ রেকর্ডে থাকলে, কোনও আনুষ্ঠানিক আবেদন থাকুক না কেন, বিলম্বকে ক্ষমা করা যেতে পারে।"

২৪. উপরন্তু, এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে উক্ত আবেদনের ১৩ অনুচ্ছেদে বিলম্বের আবেদন করা হয়েছে এবং পুরো আবেদনে বিলম্বের কারণগুলি পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৫. এ. আই. আর ১৯৮১ এস. সি ১৪০০-তে রফিক ও অন্যান্য বনাম মুন্সীলাল ও অন্যান্য-এর রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে, একজন উকিলকে নিযুক্ত করার পরে, পক্ষটি সর্বোচ্চ আত্মবিশ্বাসী থাকতে পারে যে উকিল তার স্বার্থের দেখাশোনা করবেন। কোনও পক্ষের ব্যক্তিগত উপস্থিতি খুব কমই প্রয়োজন ছিল। অতএব, পক্ষটি একজন বিদ্বান উকিলকে নিযুক্ত করেছে যার কার্যধারায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ছিল, তাকে পুনরায় আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে যে মামলাটি অধ্যবসায়ের সাথে এগিয়ে নেওয়া হবে। বাদীদের উকিলের নজরদারি কুকুর হিসাবে কাজ করার প্রয়োজন ছিল না। অতএব, কোনও উকিলের দোষের জন্য বা মামলার কোনও পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোনও উকিলকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়ার জন্য পক্ষকে দোষ দেওয়া যায় না। একজন মামলাকারী সাধারণত এই জাতীয় ক্ষেত্রে নির্দোষ ছিলেন এবং কেবলমাত্র তিনি একজন দক্ষ উকিলকে বেছে নিয়েছিলেন যিনি পরিশ্রমী ছিলেন না, কোনও কার্যধারা পুনরুদ্ধার না করার ভিত্তি হতে পারে না। পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে যে কোনও দৃষ্টিভঙ্গি কোনও মামলাকারীর প্রতি গুরুতর অবিচারের সমান হবে।

২৬. **মানু/ডে/২০১৪/২০০৯**-এ রিপোর্ট করা **সুখিন্দর সিং এবং অন্যান্য বনাম গুরবুক সিং এবং অন্যান্য**-এর বিষয়ে দিল্লি হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে পরামর্শদাতার অবহেলার কারণে কোনও মামলা থেকে পক্ষগুলিকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

২৭. পরবর্তী ক্রেতাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান প্রাসঙ্গিক নয় বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেছেন। মামলাটি পুনরুদ্ধারের জন্য মূল বাদীপক্ষ যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। কারণটি ছিল পূর্ববর্তী বিজ্ঞ আইনজীবীর অ-কার্যকারিতা। মামলাটি পুনরুদ্ধারের জন্য এই যুক্তিটি যুক্তিসঙ্গত ছিল।

২৮. এইভাবে, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে, বিদ্বান আদালত মামলাটি পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেওয়া উপযুক্ত বলে মনে করেছিল। ন্যায়বিচারই ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সময় বাঁচানোর জন্য এবং বহুবিধ কার্যধারা রোধ করার জন্য, বিরোধী পক্ষকে অন্য মামলায় নামিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, বিদ্বান আদালত বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পরবর্তী ক্রেতাদের মামলাটি পুনরুদ্ধার করে মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেয়। মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা বিচারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। খাস দখল পুনরুদ্ধারের মামলাটি প্রমাণ করা বিপরীত পক্ষের দায়িত্ব।

২৯ অভিযুক্ত আদেশটি কোনও বিকৃতি ভোগ করে না এবং কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।

৩০ পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা হয়।

৩১ খরচ হিসাবে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩২ দলগুলিকে এই রায়ের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করতে হবে।

(বিচারপতি শম্পা সরকার)

<u>পরেঃ-</u>

আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল স্থগিতাদেশের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থনাটি বিবেচনা করা হয় এবং প্রত্যাখ্যাত।

(বিচারপতি শম্পা সরকার)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly